EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা
আমেরিকা সপ্তাহ উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের সাথে নৈশভোজ

রাজশাহী, বাংলাদেশ
বৃহস্পতিবার, ১০ই ডিসেম্বর, ২০০৯

রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবু বকর, রাজশাহীর ব্যবসায়ী সমাজের সদস্যবৃন্দ, আমেরিকার ব্যবসায়ী সমাজের সদস্যবৃন্দ:

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভসন্ধ্যা।

আপনাদের সাথে আমেরিকা সপ্তাহ উদযাপনের জন্য আজ রাতে এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জন্য ঘটনাবহুল একটি বছরের শেষে আমেরিকা সপ্তাহ আমাদেরকে একত্রিত করেছে। ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর আমাদের উভয় দেশেই নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় এসেছে। এই ক্রান্তিকাল তাদের সামনে এনে দিয়েছে নতুন নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রসারে আমরা একযোগে কাজ করতে পারি এমন কিছু সুযোগের ক্ষেত্র নিয়ে আজ রাতে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই। নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা একযোগে কিভাবে কাজ করতে পারি সে বিষয়েও আমি কথা বলব।

গণতন্ত্রে বণিক সমিতির (চেম্বার অব কমার্স) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্মুখসারিতে আছে বেসরকারি খাত। রাজশাহীর উন্নয়ন এবং সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আপনাদের অবদানের জন্য আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। নির্বাচিত সরকারের সাথে সহযোগিতার পাশাপাশি আপনাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করছি।

ব্যবসায়ী হিসেবে আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে আপনাদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো সুস্পষ্টভাবে জানানো। সারা বাংলাদেশে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে আমি বেসরকারি খাতের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জেনেছি। আমি জানি, বিদ্যুতের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আপনাদের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আপনারা যে মূল লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবেন সেগুলো চিহ্নিত করুন।

আমেরিকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে কর্মরত আমাদের সবাই রাজশাহীসহ সারা বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ প্রসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে আমি প্রায়ই কথা বলি যারা বাংলাদেশের ঘটনাবলি জানতে খুবই আগ্রহী। তারা জানতে চান বাংলাদেশে ব্যবসা করতে

গেলে তারা কি কি সুবিধা পাবেন এবং কি ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বেন। তাদেরকে বলব, আমি রাজশাহীতে এসে এখানকার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারাও আমেরিকান কোম্পানির সাথে কাজ করতে চায়।

আমেরিকা সপ্তাহের মত কর্মসূচি বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে এমন অনেক অর্জনকে তুলে ধরতে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার পরিধি দেখাতে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশে সুস্থ ও আকর্ষণীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা আপনাদের সাথে ও সরকারের সাথে কাজ করব। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক অংশীদার এবং প্রবাসী-আয়ের (রেমিটেন্স) দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব কোম্পানি ব্যবসা করে, দূতাবাসের ট্রেড সেন্টার তাদের পক্ষে অনেক কাজ করে। আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে অংশীদার খুঁজতে ও সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতেই আমরা এখানে আছি।

আমি নিশ্চিত, দূতাবাস ও রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের মত সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রয়াস উদারিকৃত বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

সামনের বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার অনেক সুযোগই আমি দেখতে পাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র চায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই "বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো চুক্তি"(টিফা) আলোচনা সমাপ্ত করতে। টিফা নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ, বাজারে প্রবেশাধিকার ও শ্রম বিষয়ে আরো সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, প্রস্তাবিত টিফা আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ত্ব বা অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গীকারকে প্রভাবিত করবে না। এটি বাধ্যবাধকতাহীন একটি চুক্তি যার আওতায় দুই পক্ষ কেবল নিয়মিত বার্ষিক বৈঠক করতে অঙ্গীকার করে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার দেখা যায় যে, এ ধরনের বৈঠক উভয় পক্ষের জন্য, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সমাজের জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য উপকারিতা বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে ধারণা ও সুযোগ বিনিময়ের আরেকটি সুযোগ আসবে ২০১০ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে যখন আমরা ঢাকায় বার্ষিক ইউ.এস. ট্রেড শো'র আয়োজন করব। বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সৌজন্যে আয়োজিত ট্রেড শো'তে বাংলাদেশে কর্মরত নানা আমেরিকান কোম্পানি তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করবে। আমি আশা করি আপনাদের অনেককেই সেখানে দেখতে পাব যারা বাংলাদেশে বাণিজ্য প্রসারে ইচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

রাজশাহীর জন্য সামনে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ, কিন্তু সুযোগ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা একযোগে কাজ করে আমাদের দুই দেশের নাগরিকদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারি। বাংলাদেশে আমার অবশিষ্ট সময়ে এই অঞ্চল সম্পর্কে আরো জানার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। আমার ও আমার সহকর্মীদের জন্য আপনাদের শহর উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০০৯